এইক্ষণ মায়া, জীবের স্বরূপাবরণ বিনাদোষে করে নাই। জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে, এই দোষেই মায়া তাহার স্বরূপ আবরণ করিয়াছে। এ সিদ্ধান্তেও একটী সন্দেহ উপস্থিত হয়—সে ভুলিয়া কথাটী বলাতেই কোনও একদিন যেন জীবের ভগবৎ-স্মৃতি ছিল, তৎপরে ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে; এইরূপ সন্দেহনিবৃত্তির জন্যই বলিতেছেন—অনাদিকাল হইতেই কতকগুলি জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছে, সেইসকল জীবের নাম "নিত্য-বদ্ধজীব"; আর কতকগুলি জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবচ্চরণে নিত্যউন্মুখ, অর্থাৎ কোনদিনই তাহাদের ভগবদ্‌-বিস্মৃতি ঘটে না; সেইসকল জীবের নাম "নিত্যমুক্ত"। এই দুইপ্রকারের জীবের সংস্থানের কথা শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীবিদুর মহাশয় মৈত্রেয় ঋষিকে প্রশ্নপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে"?—হে মুনিবর! শ্রীভগবান্ প্রলয়পয়োধিজলে শয়ন করিলে কতগুলি জীব শ্রীভগবান্‌কে সেবা করিয়াছিল? আর কতগুলি জীব ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ উপাধির সহিত শয়ন করিয়াছিল? এই প্রশ্নের দ্বারা জীবের দুইপ্রকার সংস্থানেরই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই ভগবদ্‌-বিস্মৃতিটীরও স্বরূপ বলিতেছেন—পরতত্ত্ব জ্ঞানের (অর্থাৎ অনুভবে) সংসর্গাভাব। অভাব প্রথমতঃ দুই প্রকার—এক অন্যোহন্যা ভাব; দ্বিতীয় সংসর্গাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাবটী প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যেও জীবের ভগবানের অনুভবের অভাবটী প্রাগভাব মধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ যে অভাবটী পূর্ব্বে ছিল, পরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই অভাবটীর নাম প্রাগভাব অর্থাৎ জীবের পূর্ব্বে ভগবদনুভবের অভাব ছিল, পরে সৎসঙ্গবশে সেই ভগবদনুভবের অভাবটী দূরীভূত হইলে, হৃদয়ে ভগবদনুভবের উদ্বোধন হইতে পারে। শ্রীভাগবতে ১১।২২।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! যতদিন পর্য্যন্ত সেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই তিনপ্রকার অহঙ্কারেরই নিবৃত্তি সম্ভাবনা নাই; যেহেতু জীবমাত্রের পরম আশ্রয় যে আমি, সেই আমা হইতে বিমুখতা-দোষ-নিবন্ধন নিজ চৈতন্যস্বরূপের অস্ফূর্ত্তি জন্যই দেহাদি অতিরিক্ত আত্মা আছে—এই নিজমতে এবং দেহাদি অতিরিক্ত আত্মা নাই—এই পরমতের ভেদার্থনিষ্ঠ-বিবাদ যদ্যপি অর্থশূন্য অর্থাৎ পরমার্থরহিত হউক, তথাপি আমাতে বহির্মুখতা থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইবে না এবং পারমার্থিক জ্ঞানেরও উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যখন ঐ জীব আমার স্বরূপে উন্মুখভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আনুসঙ্গিকরূপে পারমার্থিক-জ্ঞানেরও